দৈনিক সংবাদ

তারিখ APR 16 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

162

শিক্ষকতার বয়সসীমা নিয়ে বৈষম্য

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সমস্যার শেষ নেই। আজ অবধি বিরাজমান সমস্যার কোন সমাধান হচ্ছে না। এ সব সমস্যার যাঁতাকলে পড়ে শিক্ষকরা দিশেহারা। অথচ দেশের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছে এবং ফলাফলও ভাল করছে। সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিধান রেখেছেন যে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষকগণ ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত চাকরি করতে পারবেন (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২১-০৬-৮৩ এর বিধান)। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৬০ উর্ধ্ব শিক্ষকদের বেলায় বেতন বাবদ সরকারি অংশ দেয়ার বিধান রাখেননি বিধায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদ, ৬০ উর্ধ্ব শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করতে চান না। কারণ মেয়াদ বৃদ্ধি করলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই সম্পূর্ণ বেতন দিতে হয়।

কিন্তু পরবর্তীকালে বিগত সরকারে আমলে গত ১৫-০৮-৯৫ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কেবলমাত্র ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষকদের জন্য ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত বেতন বাবদ সরকারি অংশ দেয়ার একটি নির্দেশ জারি করেছেন। আমরা মনে করি এতে করে বেসরকারি শিক্ষকদের মধ্যেও একটি বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা জানি প্রতিটি বিষয়েই দক্ষ এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব রয়েছে এবং দক্ষ শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার মান ক্রমশ নিম্নমুখী হচ্ছে। সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের একটি বিরাট অংশ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

আমাদের আবেদন ইংরেজি বিষয়ের মতো অন্যান্য বিষয়ের বেলায়ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত বেতন বাবদ সরকারি অংশ প্রদানের বিধান করা প্রয়োজন নতুবা ২১-৬-৮৩ তারিখের জারিকৃত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিধান কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না।

আমরা মনে করি এই পক্ষপাতদুষ্ট নির্দেশ শিক্ষকদের মধ্যে বিভাজন ও বৈষম্য সৃষ্টির ফলে তাদের মধ্যে একটি হতাশার জন্ম দেবে, সৃষ্টি হবে ক্ষোভের। একটি বিষয়ে শিক্ষকগণ ৬৫ বছর পর্যন্ত সরকারি অনুদান ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন অথচ অন্য বিষয়ের উপযুক্ত শিক্ষক সুযোগ পাবেন না তা কিভাবে সম্ভব? যেহেতু নির্দেশে কেবল উপযুক্ত শিক্ষক বলা হয়েছে ঢালাও ভাবে নয়, সেহেতু অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকদেরও একইভাবে সুযোগ দিতে আপত্তি থাকার কথা নয়, তা যুক্তিযুক্তও নয়।

আমরা আশা করি সদাশয় সরকার বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেবেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিরাজমান হাজারো সমস্যার মধ্যে নতুনভাবে সৃষ্ট সমস্যার সমাধানে আগ্রহী হবেন।

পল্লব কুমার সিন্‌হা
লামাবাজার, সিলেট।